নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

# চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলাল জীবন ও সাহিত্য

# চারণকবি বিজয়লাল : জীবন ও সাহিত্য

ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৫

প্রকাশক
কুমকুম মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
এস. সেন

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৪

ISBN 978-93-82663-39-3

২০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার বাবা

শ্রদ্ধেয় ড. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর করকমলে

# কথামুখ

## প্রদীপ জ্বালানোর আগে

"চারণকবি বিজয়লাল : জীবন ও সাহিত্য" গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় জীবন ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। বিজয়লাল ছিলেন অবিভক্ত নদীয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী জননেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমালোচক, অসাধারণ বাগ্মী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ দর্শনের ভাষ্যকার, শিক্ষাবিদ, সুনিপুণ গঠনকর্মী। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, বিধায়ক এবং সর্বোপরি চারণ কবি। তাঁর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবেই আমি এই বহুমুখী প্রতিভার মানুষটির অসাধারণ জীবন ও সাহিত্য সাধনার একটি মৌলিক ও গবেষণাধর্মী লিপিচিত্র অঙ্কনের পরিকল্পনা করি।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', কৃত্তিবাসের রামায়ণ গান রচনা, নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ও বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার, ভারতচন্দ্র রায়ের সারস্বত সাধনা, রামপ্রসাদের ভক্তিগীতি, সবকিছুর মেলবন্ধনে নদীয়া জেলায় একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য পরিমণ্ডল পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতারও একটি ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র ও হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল হরিনাথ প্রতিবাদী সাহিত্যের নান্দীমুখ রচনা করেছিলেন তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে, দেশাত্মবোধের দুন্দুভিনিনাদ শোনা গেল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক এবং গানে, অন্যদিকে করুণানিধানের মতো কবিরা সুমিষ্ট রোমান্টিক কবিতার ধারাটিকে করলেন সঞ্জীবিত। এমনই সাংস্কৃতিক পটভূমিকার উত্তরাধিকার নিয়ে বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

বিজয়লাল ছিলেন একদিকে কবি অন্যদিকে প্রাবন্ধিক। কাব্যাদর্শের একদিকে তিনি ছিলেন গণতন্ত্র ও মানবতার পূজারী মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের দ্বারা প্রভাবিত অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিজয়লালের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁর কাব্যে বয়ে এনেছিল নজরুল প্রবর্তিত সাম্যের সুর। সর্বোপরি তাঁর কাব্যভাবনায় ও প্রবন্ধ রচনায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সপ্রাণ উপস্থিতি। নদীয়ার সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন চারণ কবিতা রচনা করে। তিনি চারণের দলও গড়ে তুলেছিলেন, স্বরচিত গান গেয়ে দল নিয়ে শহর-গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন পরাধীন ভারতবর্ষে গণ জাগরণ ঘটানোর মহৎ উদ্দেশ্যে।

নদীয়া শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। তারই সার্থক উত্তরসুরি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্গবাণী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'উষা', 'স্বরাজ', 'লোকসেবক'-এর মতো পত্রিকা তাঁর সম্পাদনা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যরচনার পরিচয় বহন করছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেও নদীয়ার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন, বসন্ত বিশ্বাস, শহিদ অনন্তহরি মিত্র, হেমন্ত

সরকার প্রভৃতিরা নদীয়া জেলায় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরী করেছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ও জীবনের প্রারম্ভেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে ইংরাজীতে অনার্স সহ স্নাতক শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থাতেই বিজয়লাল অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছাত্রনেতা হেমন্তকুমার সরকারের সান্নিধ্যে আসেন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ ত্যাগ করলেন এবং অবিভক্ত নদীয়ার গ্রামে গ্রামে স্বরাজ ও অসহযোগের বাণী প্রচারে জীবন উৎসর্গ করলেন। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকানো নয় — বারবার কারাবরণ, কারামুক্তির পর পুনরায় নবউদ্যমে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই, আইন অমান্য, ভারতছাড়ো আন্দোলনে নদীয়া জেলায় সার্থকভাবে নেতৃত্ব দান, স্বাধীনতার পরে সেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার দিনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে জীবনবাজী রেখে দাঁড়ানো, — ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলল এই চিরসংগ্রামী মানুষটির সংগ্রামের রথ। নীল আন্দোলন (পরবর্তী পর্যায়) কিংবা কৃষক আন্দোলনেও নদীয়া জেলায় তিনি ছিলেন গণ সংগ্রামের পুরোধা। চারণ কবি মুকুন্দদাসের পর চারণগান রচনা এবং চারণ দল গঠন করে নতুনভাবে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে চারণ আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁর অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

বিজয়লালের সাহিত্য সাধনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখব যে তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা একটি হলেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রয়েছে তাঁর লেখা শতাধিক কবিতা, অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এছাড়া পত্র পত্রিকায় রয়েছে তাঁর লেখা দ্বিশতাধিক প্রবন্ধ, রয়েছে চারণ গানের সংকলন এবং চারণ আন্দোলনের মর্মবাণী সম্বলিত পুস্তিকা। তাঁর এই বিপুল সাহিত্যসম্ভার পর্যালোচনা করলে কখনও মনে হয় মার্ক্সবাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত, কখনও মনে হয় তিনি কট্টর গান্ধীবাদী আবার কখনও দেখি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারাটি হলেন রবীন্দ্রনাথ, পাশাপাশিই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর লেখায় প্রভাব ফেলে। আসলে তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠতে চায় পৃথিবীর সকল নির্যাতিত, শোষিত, অবহেলিত মানুষের যন্ত্রণা ও সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের ধারাভাষ্য।

গান্ধীজীর ১৪ দফা কার্যসূচী এবং রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন স্বপ্নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত বিজয়লাল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পাশে পাশে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করলেন গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনের কাজে। অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বিজয়লাল ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্র নগরে একটি আকণ্ঠ অন্ধকারে নিমজ্জিত হরিজন পল্লীর সংস্কার সাধন করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন হরিজন বিদ্যালয় ও পাঠাগার। এছাড়া জীবনের শেষ ত্রিশ বছর বিজয়লাল কৃষ্ণনগর থেকে ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত বড় আন্দুলিয়া নামক এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামকে কেন্দ্র করে জ্বালিয়ে রাখলেন তাঁর গঠনকর্মের প্রদীপটি। এ কাজ সহজে হয়নি। পথ চলতে অনেক কাঁটা বিঁধল পায়ে। তবু থামা নয় — একে একে সেই বাঁশবনের অন্ধকার আর উলুখাগড়ার জঙ্গল থেকে

জন্ম নিল লোকসেবাশিবির, গদাধর মন্দির, গদাধর মেলা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয়, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদি। এই কাজে সর্বতোভাবে নীরবে যে মানুষটি বিজয়লালকে সাহায্য করে চললেন তিনি বিজয়লালের সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী ইলা চট্টোপাধ্যায়।

এভাবেই বিজয়লাল সারাটা জীবন দেশসেবা, সাহিত্য সেবা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিবিধ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। কিন্তু মনের জোর যতই থাক, শরীর যে অন্য কথা বলে! অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এই দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ মানুষটির শরীরে ক্ষয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই যক্ষ্মারোগে তিনি আক্রান্ত হন ও প্রায় দুই বৎসর শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু (১৯৬৭) তাঁকে মনের দিক থেকেও অনেকটা একাকী করে দিয়েছিল। পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর পা ভেঙে যায়। কিন্তু সেই অশক্ত শরীর নিয়েই দেখি তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করছেন, তাঁদের রচনাবলী বিক্রয় করছেন কিংবা অরবিন্দ দর্শনের ব্যাখ্যা করছেন। তবু থামতে একদিন হয়ই — আসে মৃত্যু! ১৯৭৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে এই মহানপ্রাণ অমৃতলোকে লীন হয়ে যায়।

এই মহান জীবন সম্বন্ধে আমার অন্বেষাকে আমি কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি (সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যাঁর নির্দেশ এবং উপদেশ আমার পথচলাকে মসৃণ করেছে তিনি হলেন আমার গ্রন্থের নির্দেশক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, জ্ঞান তাপস ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক মহাশয়। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এই গ্রন্থ সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'মাস্টার মশাই' শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রী রামকৃষ্ণ দে, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী, অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অজয় নন্দী, শ্রী মোহিত রায়, শ্রী মৃণাল রায়, প্রয়াত শ্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত শ্রী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র মঠ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের শ্রীমতী ভারতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী, শ্রীমতী হেলেন মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য। সর্বোপরি আমার পরিবারের সকল সদস্য এবং আমার পিতৃদেব ড. তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন তা পৃথকভাবে উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না, তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই গবেষণাপত্রের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমি কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, নদীয়া জেলা লাইব্রেরী, বড় আন্দুলিয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী, চাকদহ বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, কলকাতা বিধানসভা লাইব্রেরী, ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গ্রন্থাগার প্রভৃতির সাহায্য

গ্রহণ করেছি। এই পাঠাগারগুলির কর্মচারীদের সর্ববিধ সাহায্যে আমি মুগ্ধ।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি সুচারুরূপে প্রকাশ করবার জন্য 'পুস্তক বিপণি'র কর্ণধার ও সকল কর্মীবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও এই চলার পথে আমি অসংখ্য মানুষের সাহায্য পেয়েছি প্রাথমিক সূত্রানুসন্ধান এবং ক্ষেত্র গবেষণার ক্ষেত্রে। তাঁদের সকলকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বহরমপুর, ২০০৫

নিবেদনান্তে

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচিপত্র


প্রথম অধ্যায় ১৩-১২৭

হে মহাজীবন

- চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ১৩
- সূত্র নির্দেশ ১২০

দ্বিতীয় অধ্যায় ১২৮-১৪৮

আমরা যাহা বিশ্বাস করি

- চারণ আন্দোলন ও চারণকবি বিজয়লাল ১২৮
- সূত্র নির্দেশ ১৪৭

তৃতীয় অধ্যায় ১৪৯-২২০

সবহারাদের দুনিয়ায়

চারণকবি বিজয়লালের কাব্যপ্রতিভা

- কবি বিজয়লাল ও সমকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের দু-এক কথা ১৪৯
- সবহারাদের গান : একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ১৫৫
- বিজয়লাল ও হুইটম্যান ১৮১
- পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার আলোচনা ১৯০
- সূত্র নির্দেশ ২১৫

চতুর্থ অধ্যায় ২২১-৪৩৪

নমি নরদেবতারে

প্রাবন্ধিক বিজয়লাল

- রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা ২২৫
- বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে ২৬১
- গান্ধী দর্শন প্রসঙ্গে ২৭২
- স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে ২৯৬
- মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ৩০০
- মনীষীদের জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে ৩১৫
- প্রয়াতা পত্নী সম্পর্কে ৩৩৯

- বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ ৩৪৭
- পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনা ৩৬৩
- সাম্যবাদ প্রসঙ্গে ৩৯৯
- সূত্র নির্দেশ ৪২২

পঞ্চম অধ্যায় ৪৩৫-৪৪৬

তোমাকে স্মরণ করি আজ এই ঘোর অন্ধকারে

- সমাপ্তি ৪৩৫
- সূত্রনির্দেশ ৪৪৬

পরিশিষ্ট—ছয় ৪৪৭-৪৫৮

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জী ৪৪৭

পরিশিষ্ট—সাত ৪৫৯-৪৬০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৪৫৯

নির্দেশিকা ৪৬১

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯

মৃত্যু : ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

# "বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা"